سورة الليل

সূরা লায়ল

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ২১ আয়াত ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ﴿٣﴾ اِنَّ
سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ﴿٤﴾ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهٗ
لِلْيُسْرٰى ﴿٧﴾ وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهٗ
لِلْعُسْرٰى ﴿١٠﴾ وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ﴿١١﴾ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ﴿١٢﴾
وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ﴿١٣﴾ فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ﴿١٤﴾ لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا
الْاَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿١٦﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِيْ يُؤْتِيْ
مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ﴿١٨﴾ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ﴿١٩﴾ اِلَّا
ابْتِغَاۤءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ﴿٢١﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) শপথ রাত্রির, যখন সে আচ্ছন্ন করে, (২) শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয় (৩) এবং তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন, (৪) নিশ্চয় তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের। (৫) অতএব, যে দান করে এবং আল্লাহ্‌ভীরু হয়, (৬) এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, (৭) আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। (৮) আর যে কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় (৯) এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, (১০) আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। (১১) যখন সে অধঃ-পতিত হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না। (১২) আমার দায়িত্ব পথ-প্রদর্শন করা। (১৩) আর আমি মালিক ইহকালের ও পরকালের। (১৪) অতএব,

আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। (১৫) এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, (১৬) যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (১৭) এ থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তিকে, (১৮) যে আত্মশুদ্ধির জন্যে তার ধন-সম্পদ দান করে (১৯) এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না। (২০) তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত। (২১) সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ রাত্রির যখন সে (সূর্য ও পৃথিবীকে) আচ্ছন্ন করে, শপথ দিনের যখন সে আলোকিত হয় এবং (শপথ) তার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার। অতঃপর জওয়াব এই যে) নিশ্চয় তোমাদের প্রচেষ্টা (অর্থাৎ কর্মসমূহ) বিভিন্ন ধরনের। (এমনিভাবে এসব কর্মের ফলাফলও বিভিন্ন ধরনের)। অতএব, যে (আল্লাহ্র পথে ধনসম্পদ) দান করে, আল্লাহ্‌ভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে (অর্থাৎ ইসলামকে) সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। ('সুখের বিষয়' বলে সৎকর্ম ও তার মধ্যস্থতায় জান্নাত বোঝানো হয়েছে। এটাই সহজ পথের কারণ ও স্থান) এবং যে (ওয়াজিব প্রাপ্য দেওয়ার ব্যাপারে) কৃপণতা করে এবং (আল্লাহ্কে ভয় করার পরিবর্তে আল্লাহ্র প্রতি) বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে (অর্থাৎ ইসলামকে) মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। ('কষ্টের বিষয়' বলে কুকর্ম ও তার মধ্যস্থতায় জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে। এটাই কষ্টের কারণ ও স্থান। উভয় জায়গায় সহজ পথ দান করার অর্থ এই যে, ভাল অথবা মন্দ কাজ তার জন্য সহজ হয়ে যাবে এবং অকপটে প্রকাশ পাবে। হাদীসে এই বিষয়বস্তুর সমর্থন আছে। অতঃপর শেষোক্ত প্রকার লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে) যখন সে অধঃপতিত হবে, তখন তার ধনসম্পদ তার কোন কাজে আসবে না। (অধঃপতিত হওয়ার অর্থ জাহান্নামে যাওয়া)। নিশ্চয় আমার দায়িত্ব (ওয়াদা অনুযায়ী) পথপ্রদর্শন করা। (আমি এই দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছি। এরপর কেউ তো ঈমান ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করেছে, যা مَنْ أَعْطَى বাক্যে উল্লিখিত হয়েছে এবং কেউ কুফর ও গোনাহের পথ ধরেছে, যা مَنْ بَخِلَ বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। যে যেমন পথ অবলম্বন করবে, সে তেমনি ফলপ্রাপ্ত হবে। কেননা) আমারই কব্জায় পরকাল ও ইহকাল। (অর্থাৎ উভয় কালে আমারই রাজত্ব। তাই ইহকালে আমি বিধি-বিধান জারি করেছি এবং পরকালে মান্য ও অমান্য করার কারণে প্রতিদান ও শাস্তি দেব। অতঃপর বলা হয়েছে, আমি যে তোমাদেরকে বিভিন্ন কর্মের বিভিন্ন প্রতিফল বলে দিয়েছি, এটা এজন্য যে) আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি, (যা فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ বাক্য জ্ঞাপন করে, যাতে তোমরা ঈমান ও আনুগত্য

অবলম্বন করে এ অগ্নি থেকে আত্মরক্ষা কর এবং কুফর ও গোনাহ্ অবলম্বন করে জাহান্নামে না যাও। অতঃপর তাই বলা হয়েছে---) এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, যে (সত্য ধর্মের প্রতি) মিথ্যারোপ করে এবং (তা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তিকে, যে (কেবল) আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধনসম্পদ দান করে (অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই যার কাম্য হয়)। এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত (কারণ, এটাই তার লক্ষ্য। এতে আন্তরিকতার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা, কারও অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়াও মোস্তাহাব, উত্তম ও সওয়াবের কাজ। কিন্তু প্রাথমিক অনুগ্রহের সমান শ্রেষ্ঠ নয়। এ ব্যক্তি প্রাথমিক অনুগ্রহ করে। তাই তার দান রিয়া, গোনাহ্ ইত্যাদির আশংকা থেকে উত্তমরূপে মুক্ত হবে। এটাই পরিপূর্ণ আন্তরিকতা)। সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে। (উপরে শুধু বলা হয়েছিল যে, তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, পরকালে তাকে এমন সব নিয়ামত দেওয়া হবে, যাতে সে বাস্তবিকই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ---এ বাক্যটি সূরা ইনশিকাকের إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا বাক্যের অনুরূপ যার তফসীর সে সূরায় বর্ণিত হয়ে গেছে। মর্মার্থ এই যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে কোন না কোন কাজের জন্য প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ে অভ্যস্ত কিন্তু কোন কোন লোক তার অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা চিরস্থায়ী সুখের ব্যবস্থা করে নেয়, আর কেউ কেউ এই পরিশ্রম দ্বারাই অনন্ত আযাব ক্রয় করে। হাদীসে আছে, প্রত্যেক মানুষ সকাল বেলায় গাত্রোত্থান করে নিজেকে ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে। অতঃপর কেউ এই ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করে এবং নিজেকে পরকালের আযাব থেকে মুক্ত করে। পক্ষান্তরে কারও শ্রম ও প্রচেষ্টাই তার ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হল প্রথমে নিজের প্রচেষ্টা ও কর্মের পরিণতি চিন্তা করা এবং যে কর্মের পরিণতি সাময়িক সুখ ও আনন্দ হয়, তার কাছেও না যাওয়া।

কর্মপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে মানুষের দু'দল ঃ অতঃপর কোরআন পাক কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তিতে মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে এবং প্রত্যেকের তিনটি করে বিশেষণ বর্ণনা করেছে ---প্রথমে সফলকাম দলের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ

وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ---অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় করে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, তাঁর অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাকে এবং সে উত্তম কলেমাকে সত্য মনে করে। এখানে 'উত্তম কলেমা' বলে কলেমায়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'

বোঝানো হয়েছে।—(ইবনে আব্বাস, যাহ্হাক) এই কলেমাকে সত্য মনে করার অর্থ ঈমান আনা। যদিও ঈমান সব কর্মেরই প্রাণ এবং সবার অগ্রবর্তী বিষয় কিন্তু এখানে পেছনে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে উদ্দেশ্য প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করা। এগুলো কর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। ঈমান হলো একটি অন্তরের বিষয় অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহ্ ও রসূলকে সত্য জানা এবং কলেমায়ে শাহাদতের মাধ্যমে মুখেও তা স্বীকার করা। বলাবাহুল্য, এই উভয় কাজে কোন শারীরিক শ্রম নেই এবং কেউ এগুলোকে কর্মের তালিকাভুক্ত গণ্য করে না।

দ্বিতীয় দলেরও তিনটি কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে ঃ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى—অর্থাৎ যে আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে কৃপণতা করে তথা যাকাত ও ওয়াজিব সদকাও দেয় না, আল্লাহ্কে ভয় করার পরিবর্তে তাঁর প্রতি বিমুখ হয় এবং উত্তম কলেমা তথা ঈমানের কলেমাকে মিথ্যা মনে করে। এতদুভয়ের প্রথম দল সম্পর্কে বলা হয়েছে فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى—يسرى -এর শাব্দিক অর্থ সহজ ও আরামদায়ক বিষয়, যাতে কোন কষ্ট নেই। এখানে জান্নাত বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় দল সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى—عسرى -এর শাব্দিক অর্থ কঠিন ও কষ্টদায়ক বিষয়। এখানে জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে। উভয় বাক্যের অর্থ এই যে, যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রম প্রথমোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, (অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা, আল্লাহ্কে ভয় করা এবং ঈমানকে সত্য মনে করা) তাদেরকে আমি জান্নাতের কাজের জন্য সহজ করে দেই। পক্ষান্তরে যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রমকে শেষোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, আমি তাদেরকে জাহান্নামের কাজের জন্য সহজ করে দেই। এখানে বাহ্যত এরূপ বলা সঙ্গত ছিল যে, আমি তাদের জন্য জান্নাতের অথবা জাহান্নামের কাজ সহজ করে দেই। কেননা কাজকর্মই সহজ অথবা কঠিন হয়ে থাকে---ব্যক্তি সহজ অথবা কঠিন হয় না। কিন্তু কোরআন পাক এভাবে ব্যক্ত করেছে যে, স্বয়ং তাদের সত্তাকে এসব কাজের জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রথম দলের জন্য জান্নাতের কাজকর্ম তাদের মজ্জায় পরিণত হবে। আর এর বিপরীত কাজ করতে তারা কষ্ট অনুভব করবে। এমনিভাবে দ্বিতীয় দলের জন্য জাহান্নামের কাজকর্ম মজ্জায় পরিণত করে দেওয়া হবে। ফলে তারা এজাতীয় কাজই পছন্দ করবে এবং এতেই শান্তি পাবে। উভয় দলের মজ্জায় এ অবস্থা সৃষ্টি করে দেওয়াকেই একথা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদেরকে এসব কাজের জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। এক হাদীস এর সমর্থনে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعادة فسنيسر

لعمل السعادة و اما من كان من اهل الشقاوة فسييسر لعمل اهل الشقاوة -

অর্থাৎ তোমরা নিজ নিজ কর্ম করে যাও। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেকাজই সহজ করা হয়েছে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্যবানদের কাজই তার স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত হয়। আর যে হতভাগা, হতভাগাদের কাজই তার স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত হয়। এতদুভয় বিষয় আল্লাহ্প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলশ্রুতিতে অর্জিত হয়। তাই একারণে আযাব ও সওবাব দেওয়া হয়। অতঃপর হতভাগ্য জাহান্নামী দলকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে ঃ

وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى—অর্থাৎ যে ধনসম্পদের খাতিরে এ হতভাগ্য ওয়াজিব হক দিতেও কৃপণতা করত, সে ধনসম্পদ আযাব আসার সময় তার কোন কাজে আসবে না। تردى -এর শাব্দিক অর্থ গর্তে পতিত হওয়া ও ধ্বংস হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পরে কবরে অতঃপর কিয়ামতে যখন সে জাহান্নামের গর্তে পতিত হবে, তখন এই ধনসম্পদ কোন উপকারে আসবে না।

لَا يَصْلٰهَآ اِلَّا الْاَشْقَى الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى—অর্থাৎ এই জাহান্নামে নিতান্ত হতভাগা ব্যক্তিই দাখিল হবে, যে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং তাঁদের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বলাবাহুল্য, এরূপ মিথ্যা আরোপকারী কাফিরই হতে পারে। এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, পাপী মু'মিন যে মিথ্যারোপের অপরাধে অপরাধী নয়, সে জাহান্নামে দাখিল হবে না। অথচ কোরআনের অনেক আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, মু'মিন ব্যক্তি গোনাহ্ করার পর যদি তওবা না করে অথবা কারও সুপারিশের বলে কিংবা বিশেষ রহমতে যদি তাকে ক্ষমা করা না হয়, তবে সেও জাহান্নামে যাবে এবং গোনাহের শাস্তি ভোগ করা পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে। অবশ্য শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে ঈমানের কল্যাণে তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের ভাষা বাহ্যত এর পরিপন্থী। অতএব এ আয়াতের অর্থ এমন হওয়া জরুরী, যা অন্যান্য আয়াত ও সহীহ হাদীসের খিলাফ নয়। এর একান্ত সহজ ব্যাখ্যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে চিরকালের জন্য দাখিল হওয়া বোঝানো হয়েছে। এটা কাফিরেরই বৈশিষ্ট্য। মু'মিন কোন না কোন সময় গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে উদ্ধার পাবে। তফসীরবিদগণ এছাড়া আরও কিছু ব্যাখ্যা করেছেন। তফসীরে মাযহারীতে আছে যে, আয়াতে اشقى ও اتقى শব্দদ্বয়ের অর্থ ব্যাপক নয় বরং এখানে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে বিদ্যমান ছিল। তাদের মধ্যে কোন মুসলমান গোনাহ্ করা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সংসর্গের বরকতে জাহান্নামে যাবে না।

সাহাবায়ে কিরাম সবাই জাহান্নাম থেকে মুক্ত ঃ কারণ, প্রথমত তাঁদের দ্বারা গোনাহ্

খুব কমই হয়েছে। তাছাড়া তাঁদের অবস্থা থেকে একথা জরুরীভাবে জানা যায় যে, তাঁদের কারও দ্বারা কোন গোনাহ্ হয়ে থাকলে তিনি তওবা করে নিয়েছেন। আরও বলা যায় যে, তাঁদের এক একটি গোনাহের মুকাবিলায় সৎকর্মের সংখ্যা এত বেশী যে, সে গোনাহ্ অনায়াসেই মাফ হয়ে যেতে পারে। কোরআন পাকে বলা হয়েছে : اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ অর্থাৎ সৎ কর্ম অসৎ কর্মের কাফফরা হয়ে যায়। স্বয়ং রসূলে করীম (সা)-এর সঙ্গও এমন একটি সৎকর্ম, যা সব সৎকর্মের উপর প্রবল। হাদীসে সৎকর্মশীল বুযুর্গদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : هم قوم لا يشقى جليسهم ولا يخاب انيسهم অর্থাৎ তাঁদের সাথে যারা উঠাবসা করে, তারা হতভাগা হতে পারে না এবং তাদের সাথে যারা প্রীতির সম্পর্ক রাখে, তারা বঞ্চিত হতে পারে না।---(বুখারী, মুসলিম) সুতরাং যে ব্যক্তি পয়গম্বরকুল শিরোমণি মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা)-র সহচর হবে, সে কিরূপে হতভাগ্য হতে পারে? এ কারণেই অনেক সহীহ্ হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম সবাই জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্ত। খোদ কোরআনে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ---অর্থাৎ তাঁদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হুসনা অর্থাৎ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অন্য এক আয়াতে আছে : اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ---অর্থাৎ যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে হুসনা (জান্নাত) অবধারিত হয়ে গেছে, তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে। এক হাদীসে আছে, জাহান্নামের অগ্নি সে ব্যক্তিকে স্পর্শ করবে না, যে আমাকে দেখেছে।---(তিরমিযী)

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى---এতে সৌভাগ্যশালী আল্লাহ্ভীরুদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্যে অভ্যস্ত এবং একমাত্র গোনাহ্ থেকে শুদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে।

আয়াতের ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তিই ঈমানসহ আল্লাহ্র পথে ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। কিন্তু এ আয়াতের শানে-নুযূল সংক্রান্ত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, এখানে اَلْاَتْقَى বলে হযরত আবূ বকর

সিদ্দীক (রা)-কে বোঝানো হয়েছে। হযরত ওরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাতজন মুসলমানকে কাফিররা গোলাম বানিয়ে রেখেছিল এবং ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাত। হযরত আবূ বকর (রা) বিরাট অংকের অর্থ দিয়ে তাদেরকে কাফির মালিকদের কাছ থেকে ক্রয় করে নেন এবং মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।---(মাযহারী)

এর সাথেই সম্পর্কশীল আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে ঃ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ

مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى---অর্থাৎ যেসব গোলামকে হযরত আবূ বকর (রা) প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন, তাদের কোন সাবেক অনুগ্রহও তাঁর উপর ছিল না, যার প্রতিদানে এরূপ করা যেত ; বরং اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى---তাঁর লক্ষ্য মহান আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত কিছুই ছিল না।

মুস্তাদরাক হাকিমে হযরত যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোন মুসলমানকে কাফির মালিকের হাতে বন্দী দেখলে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন। এ ধরনের মুসলমান সাধারণত দুর্বল ও শক্তি-হীন হত। একদিন তাঁর পিতা হযরত আবূ কোহাফা বললেন ঃ তুমি যখন গোলামদেরকে মুক্তই করে দাও, তখন শক্তিশালী ও সাহসী গোলাম দেখে মুক্ত করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে সে শত্রুর হাত থেকে তোমাকে হিফাজত করতে পারে। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন ঃ কোন মুক্ত করা মুসলমান দ্বারা উপকার লাভ করা আমার লক্ষ্য নয়। আমি তো কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তাদেরকে মুক্ত করি।---(মাযহারী)

وَلَسَوْفَ يَرْضٰى---অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই তার ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং পার্থিব উপকার চায়নি, আল্লাহ্ তা'আলাও পরকালে তাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং জান্নাতের মহা নিয়ামত তাকে দান করবেন। এই শেষ বাক্যটি হযরত আবূ বকর (রা)-এর জন্য একটি বিরাট সুসংবাদ। আল্লাহ্ তাঁকে সন্তুষ্ট করবেন এ সংবাদ দুনিয়াতেই তাঁকে শোনানো হয়েছে।